ব্রি ধান৭৮

ধান-ই জীবন

ফ্যাক্ট শীটঃ আমন ধানের জাত

জাত পরিচিতি

ব্রি ধান৭৮ আমন মৌসুমের জাত। এর কৌলিক সারি নং IR770092-B-2R-B-10। আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের BMZ ও বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের BAS-USDA দুইটি প্রকল্পের যৌথ উদ্যোগে প্রচলিত গবেষণায় শংকরায়ন এবং Modified Marker Assisted Selection পদ্ধতিতে এ জাতে লবণাক্ততা ও জলমগ্নতা সহিষ্ণু জিন সন্নিবেশন করা হয়েছে। দেশের উপকূলীয় লবণাক্ততা প্রবণ (৬-৯ dS/m) জোয়ার-ভাটা অঞ্চলে ফলন পরীক্ষায় সন্তোষজনক হওয়ায় জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক ২০১৬ সালে রোপা আমন মৌসুমে জাত হিসেবে ছাড়করণ করা হয়েছে।

ব্রি ধান৭৮

জাতের বৈশিষ্ট্য

- রোপা আমন মৌসুমে একই সাথে উপকূলীয় লবণাক্ততা ও জোয়ার-ভাটা সহিষ্ণু জাত।
- চারা ও ফুল ফোটা উভয় অবস্থায় ৬-৯ ডিএস/মি মাত্রা পর্যন্ত লবণাক্ততা সহনশীল ।
- ডিগ পাতা খাড়া ও লম্বা, পাতার রং গাঢ় সবুজ।
- গাছের চারা বেশ লম্বা ও পূর্ণ বয়স্ক গাছের উচ্চতা প্রায় ১২০ সেমি ।
- কুশিগুলো গাছের গোড়ার দিকে ঘনভাবে সন্নিবেশিত ও গাছ মজবুত।
- ধান ও চালের আকৃতি চিকন এবং তবে লম্বায় মাঝারী ।
- ১০০০ টি পুষ্ট চালের ওজন প্রায় ২৪.২ গ্রাম।
- ভাত ঝরঝরে, রং সাদা ।

এ জাতের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা

একই সাথে জোয়ার-ভাটা অঞ্চলের জলমগ্নতা ও লবনাক্ততা সহিষ্ণু জাত। এটি চারা ও ফুল আসা উভয় অবস্থায় ৬-৯ ডিএস/মি মাত্রার লবণাক্ততা এবং ১২-১৪ দিন জলমগ্নতা সহনশীল জাত। গাছের উচ্চতা প্রায় ১২০ সেমি যা রোপা আমন মৌসুমে উপকূলীয় জোয়ার-ভাটা অঞ্চলের জন্য উপযোগী।

জীবনকাল: গড় জীবন কাল ১৩৫ দিন।

ফলন: ৬-৮ ডিএস/মি মাত্রার লবনাক্ততায় ৪.৫-৪.৭ টন/হেক্টর এবং ৪-৫ ডিএস/মি মাত্রার কম লবনাক্ততায় ৫.০-৫.৫ টন/হেক্টর।

চাষাবাদ পদ্ধতি

এ ধানের চাষাবাদ পদ্ধতি অন্যান্য উপকূলীয় উফশী আমন ধানের মতই।

১. বীজ তলায় বীজ বপন ঃ আষাঢ়ের ১১-২৬ তারিখ (২৫ জুন থেকে ১০ জুলাই)।

২. চারার বয়স ঃ ৩০-৩৫ দিন।

৩. চারার সংখ্যা: প্রতি গুছিতে ২/৩ টি।

৪. রোপণ দূরত্ব ঃ ২০×১৫ সেমি।

৫. ২৫-৩০ সেমি জোয়ারের গভীরে মাঝারি-উচুঁ থেকে নিচু জমি এ ধানের লম্বা চারা রোপণের জন্য উপযুক্ত।

৬. সার ব্যবস্থাপনা (কেজি/বিঘা)ঃ

৬.১ ইউরিয়া	টিএসপি	এমওপি	জিপসাম	জিংক
২০	১৩	৯	৮	১

৬.২ অগভীর জোয়ারের সময়, সর্বশেষ জমি চাষের সময় সব টিএসপি, এমপি, জিপসাম এবং জিংক সালফেট প্রয়োগ করতে হবে। ইউরিয়া সার সমান ৩ কিস্তিতে রোপণের ১০-১৫ দিন পর ১ম কিস্তি, ৩০ দিন পর ২য় কিস্তি এবং ৫০ দিন পর ৩য় কিস্তি প্রয়োগ করতে হবে। অগভীর জোয়ারের সময়কালের সাথে মিল করে ইউরিয়া সার প্রয়োগ করতে হবে, জোয়ারের গভীরতা ২০-২৫ সেমি এর বেশী হলে ইউরিয়া সার প্রয়োগ করা যাবে না।

৭. আগাছা দমন ঃ চারা রোপণের পর অন্তত ২০-২৫ দিন পর্যন্ত জমি আগাছা মুক্ত রাখতে হবে।

৮. রোগবালাই ও পোকামাকড় দমন ঃ রোগ-বালাই ও পোকামাকড়ের আক্রমণ অন্যান্য জাতের চেয়ে কম হয়। তবে রোগবালাই ও পোকার আক্রমণে সমন্বিত বালাই দমন ব্যবস্থা প্রয়োগ করতে হবে।

৯. ফসল কাটা ঃ ধান কাটার উপযুক্ত সময় হলো ১০-১৫ অগ্রহায়ন (নভেম্বরের শেষ সপ্তাহ)।

ব্রি বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট

আরো তথ্যের জন্যঃ
পরিচালক (গবেষণা), ব্রি, গাজীপুর-১৭০১। ই-মেইলঃ dr@brri.gov.bd